ডিলান টমাস

ফখরুজ্জামান চৌধুরী

ঐতিহ্য

মোস্তাফা কামাল
বন্ধুবরেষু

প্রসঙ্গত

এক অপচয়িত প্রতিভার নাম ডিলান টমাস। প্রতিনিয়ত তিনি নিজেকে ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর এই নিজেকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়াকে ডিলান-বান্ধব মার্কিন লেখক অধ্যাপক ডোনাল্ড হলের কাছে 'প্রকাশ্য আত্মহনন' বলেই মনে হয়েছে। ডিলানের সহকবি আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ একদা ডিলানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'জীবনের বাকি পঁয়ত্রিশ বছর কী করবে?' ডিলান নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছিলেন, 'কবিতা লিখব, রমণী রমণ করব এবং বন্ধু-বান্ধবকে ল্যাং মারব!'

অবশ্য এই মহৎ কাজগুলো করার জন্য তিনি দীর্ঘ আয়ু পাননি।

চল্লিশোর্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিলান টমাস মারা গেলেন, আর জন্ম নিল ডিলানকে ঘিরে যত 'মিথ'।

ডিলান-স্ত্রী কেটলিন বলেন, 'ডিলান চেয়েছিল খ্যাতি ও মুক্তি। দু'টাই সে পেয়েছিল এবং সহজেই পেয়েছিল।'

ডোনাল্ড হলের লেখা 'রিমেম্বারিং পোয়েটস' গ্রন্থে ডিলান সম্পর্কিত তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা পড়ার পর তাঁকে নিয়ে কিছু লেখার চিন্তা করি। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে 'বিপ্লবে' ছাপা শুরু হয়। সাপ্তাহিক 'বিপ্লব' সম্পাদক কবি সিকদার আমিনুল হক এবং তাঁর সহকর্মী কবি ফারুক মাহমুদ ও কবি আবু কায়সার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লেখাটি নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতেন। আমার দুর্ভাগ্য, লেখাটির ছ' কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার পর সাপ্তাহিক বিপ্লব-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। আর লেখাটি রয়ে গেল অসম্পূর্ণ অবস্থায়।

বছর দেড়েক পরে কবি ফারুক মাহমুদের সম্পাদনায় মাসিক 'সানন্দ' প্রকাশিত হলে তিনি ডিলান সম্পর্কিত লেখাটির ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। তাঁর উৎসাহে লেখাটি শেষ করার কাজে হাত দেই।

এই লেখাটি সম্পূর্ণ করার কৃতিত্ব কবি ফারুক মাহমুদের। উৎসাহ না পেলে আমার মতো অলস মানুষের পক্ষে মাঝপথে পরিত্যক্ত লেখাটি কোনোদিন সম্পূর্ণ করা হতো কিনা এ-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।

লেখাটি লিখতে লিখতে এক পর্যায়ে মনে হলো, ডিলানের মতো একজন বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী কবির প্রতিকৃতি আঁকার জন্যে, ডোনাল্ড হলের রচনাটি যথেষ্ট নয়। সে জন্যে ডিলান সম্পর্কিত আরও রচনার সাহায্য নিতে হলো। বিশেষ করে পল ফেরিস-এর গ্রন্থ 'ডিলান টমাস' থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে।

বই হিসেবে লেখাটি প্রকাশের ব্যাপারে বহু বছরের পুরানো বন্ধু মোস্তাফা কামালের শরণাপন্ন হলে স্বল্পভাষী বন্ধু উৎসাহও দিলেন না, নিরুৎসাহিতও করলেন না। তাঁর বক্তব্য, 'একজন বন্ধু লিখছেন আর একজন বন্ধু তা প্রকাশ করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।'

সবচেয়ে বড় কথা, এই বইটির কারণে প্রায় আড়াই যুগ পরে একজন অভিন্ন হৃদয় বন্ধুকে পুনরাবিষ্কার করলাম। অবশ্য পুনরাবিষ্কারের কাজটি নিঃস্বার্থভাবে করলেই বোধ হয় ভালো হতো।

লেখাটার পাণ্ডুলিপি টাইপ করার কাজে আমার সহকর্মী জনাব এ. কে. এম. জাহাঙ্গীর অত্যন্ত শ্রম ও সময় দিয়েছেন। অপর সহকর্মী জনাব মাসুদ মাহমুদ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

৭ নভেম্বর, ১৯৮৫
ঢাকা।

ফখরুজ্জামান চৌধুরী

সূচি

হারভার্ড ১১
লন্ডন ১৪
ওয়েলস ১৭
অক্সফোর্ড ২৪
কেটলিন ২৭
মার্কিন দেশে ডিলান ২৯
আপন ভুবনে ফিরে আসা ৩৪
দ্রুত ধাবমান ৩৬
আত্মহননের কারুকার ৪৩
অনন্ত যাত্রা ৪৮
মরণোত্তর টাকার উৎস ৫৩

হারভার্ড

ডিলান টমাস ছিলেন পানশালার এক অতি পরিচিত ব্যক্তি। স্বল্পায়ু জীবনের বেশির ভাগই তিনি কাটিয়েছেন পাবে পান করে, হেসে আর গল্প করে। দিলদরিয়া লোক ছিলেন তিনি। অপরিচিতদের সঙ্গে যেচে আলাপ জুড়ে দিতেন তিনি, কাউকে পছন্দ হলে বন্ধু বানিয়ে ছাড়তেন।

ডোনাল্ড হলের সঙ্গে তাঁর প্রথমে পরিচয় হয় ১৯৫০-এর ১লা মার্চে। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রে তিনি প্রথম এসেছিলেন সফরে এবং তাঁর কবিখ্যাতি তখনো তেমন উল্লেখ্য ছিল না। (ক্যাডমন কোম্পানি তখনো তাঁর রেকর্ড বের করেনি।)

যুক্তরাষ্ট্রে কবির সফর শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে হারভাড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক এফ. ও. ম্যাথিসেন হল এবং আরও ক'জনকে ডেকে পাঠালেন সাহিত্য-চক্র 'এডভোকেট'-এ। জিজ্ঞেস করলেন, কবিতা পাঠের পর কবিকে তাঁরা আপ্যায়িত করতে পারবেন কিনা।

বিকেল চারটায় ডিলান টমাস কবিতা পাঠ শুরু করলেন নিউ লেকচার হলে। প্রথমে তিনি আবৃত্তি করলেন হার্ডি, ডব্লু. এইচ. ডেভিস, হেনরী রীড, ইয়েটসের কবিতা। মঞ্চে তাঁর গোলগাল শরীর, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, ভাটার মতো জ্বলজ্বলে চোখ আর কোঁকড়া চুলের ঝাঁকি এক দৃশ্য বটে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল এক কবি-প্রেমীর চেহারা। অন্যদের কবিতা আবৃত্তি শেষে শুরু করলেন নিজের কবিতা পাঠ। বেশ কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন। কাব্য-সন্ধ্যা শেষ করলেন বিখ্যাত 'পোয়েম ইন অকটোবর' দিয়ে। সারা হলঘর করতালিতে মুখর হলো। কবি যেন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে সিগারেট ধরালেন। সুয়েনী, ম্যাথিসেনকে সঙ্গে নিয়ে হল

এলেন তাঁকে 'এডভোকেট'-এ নিয়ে যাওয়ার জন্যে। দেখলেন মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে একজন প্রহরী তাঁকে রীতিমতো ধমক দিচ্ছেন : 'সিগারেট নেভান। কী লেখা রয়েছে চোখে পড়ছে না?' এলিসের মতো যেন তিনি কুঁকড়ে গেলেন। সিগারেট নেভানোর ভান করলেন; কিন্তু নেভালেন না।

গাড়িতে ডিলান উসখুস করছিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রদের সান্নিধ্যে গুরুগম্ভীর পরিবেশ হয়তো তাঁর ভালো লাগছিল না। একসময় সোনালি কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল : 'ওখানকার পার্টিতে পান করবার মতো কিছু থাকবে তো?'

ম্যাথিসেনের তাৎক্ষণিক জবাব : 'অবশ্য-ই, ছেলেদের কাছে মাতিন আছে। চেষ্টা করলে কিছু বিয়ার জোগাড় করা কি আর যাবে না!'

ডিলান বললেন: 'না না কাজ তো সেরেছি, এখন শক্ত কিছু হলেও আপত্তি নেই।' তাঁর কথায় পুরোদস্তুর নাটকীয়তার রেশ। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার মুখ খুললেন : 'স্কচ হলেই চলবে।' যেন কতকাল ধরে তিনি তৃষ্ণার্ত!

তাঁর জন্য স্কচ এল! মনে ফিরে এল পুরোদস্তুর ফুর্তি। এক তরুণকে ডেকে বললেন : 'বুঝলে হে, যে রাস্তায় আমার বাসা ছিল ওখানকার যে ক'টি মাতা ও কন্যার বাসা ছিল, ওখানকার সব ক'টি মাতা ও কন্যার সঙ্গে সহবাস করেছি।' আর এক তরুণীর কাছে এগিয়ে গেলেন এমনভাবে যেন তার জন্যে জীবন দিতেও তিনি রাজি। ডোনাল্ড হলের মনে হলো, ডিলান বড্ড বাজে এবং বাচাল। কবি হয়েও তিনি ইতরসুলভ ব্যবহার করছেন। হলের মনে ডিলানের জন্যে পুঞ্জীভূত হলো একরাশ ঘৃণা।

সবাই জানলেন, ডিলান হলেন মদ্যপ, লম্পট। এবং কিছুটা বাচাল এবং নির্দয়ও বটে।

পার্টিতে এসেছিল এক তরুণী। নিভাজ পোশাক পরে পার্টিতে আসবে বলে সে তার ছেলে বন্ধুর কামরায় কাপড় বদলে নিয়েছিল। বেচারী পরেছিল লো-কাট পোশাক। ছেলে-বন্ধুর সামনেই ডিলান তার লো-কাটের মাঝ দিয়ে উঁকি দিল, কোমরে হাত রাখল। হতচকিত অষ্টাদশী জিজ্ঞেস করল : 'কখন ইংল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছেন?'

ডিলানের জবাব : 'শিগগিরই। এখনই।

তরুণী আবার প্রশ্ন করল : 'এলেন কখন?'

ডিলান জবাব দিলেন : 'আজই বিকালে।'

কথা তো নয়, যেন গান। তরুণীর চোখে চোখ রেখে বললেন :

'তোমাকে নিয়ে রগরগে একটা কবিতা লিখব। শুরুটা হবে এমনি ভাবে– শিস দিলেন তিনি।'

মেয়েটি কোনোমতে ঢোক গিলে জানান, 'তাঁর কবিতা খুব ভালো লেগেছে।'

ডিলান ওর ধারেকাছে না গিয়ে বললেন : 'আমার কবিতার আসরে এই পোশাক পরে গিয়েছিলে নাকি? আমি তোমার স্তন দুটো মর্দন করে ওয়েলসে আমার প্রৌঢ়া স্ত্রীর কাছে ফিরে যাচ্ছি।' কবি নয়, কোনো ভাঁড় কথা বলছিল যেন।

তরুণী টলটলে চোখে সাহায্যের আশায় এদিক ওদিক তাকাল।

রাতে ঘরে ফিরে হল তাঁর জার্নালে লিখলেন : 'ওকে আমার ভালো লাগেনি।'

পরের কয়েকদিন কানে নানারকম মুখরোচক খবর এল হলের। শুনলেন কী ভাবে জামা খোলা অবস্থায় ভুঁড়ি দেখিয়ে মাটির ঘরের মেঝেতে ডিলান গড়াগড়ি খেয়েছেন, চার্লি উইলবার এবং বেটি এবারহার্ট কী ভাবে তাকে ফ্যাকালটি ক্লাবের কামরায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, মদ খেতে খেতে পরের দিন কী ভাবে তিনি মাউন্ট হলিওকে পৌঁছালেন, এবং ওখানকার কবিতাপ্রেমী মহিলাকে কী বলেছিলেন।

লন্ডন

ইতোমধ্যে দু'বছর কেটে গেছে। ডোনাল্ড হল এখন অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করছেন। সময়ের সাথে সাথে ডিলানের প্রতি তাঁর ঘৃণার তীব্রতা কমে গেছে এবং তিনি তাঁর কবিতার একজন ভক্তে পরিণত হয়েছেন। নিজেও চেষ্টা করছেন ডিলানের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কবিতা লিখতে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিতা সমিতির তিনি সম্পাদক হয়েছেন। কাজটা কঠিন কিছু নয় এবং সম্পাদকের পরবর্তী মেয়াদে সভাপতি হওয়ার পুরস্কারও নির্ধারিত। সমিতি কবিদেরকে কবিতা পাঠের আসরে আমন্ত্রণ জানান। পঞ্চাশ সেন্টের টিকেট বিক্রিলব্ধ অর্থ দিয়ে কবির ট্রেন ভাড়া, শেরি ও ডিনারের খরচ মেটানো হয়।

শোনা গেল ডিলান লন্ডনে এসেছেন এবং রিজেনটস পার্ক জু'র অদূরে ক্যামডেন টাউনে আস্তানা গেড়েছেন এবং বিবিসিতে কথক, কবি ও অভিনেতা হিসেবে কাজ করছেন। জানা ঠিকানায় ডিলানকে চিঠি লিখলেন হল। কোনো উত্তর এল না। অগত্যা একদিন সকাল ন'টায় প্যাডিংটনে পৌঁছে টিউব ধরে হাজির হলেন ক্যামডেন টাউনে। ডিলানের ঠিকানা খুঁজে বের করলেন হল। দরজায় টোকা দিয়ে উত্তর পেলেন, ডিলান কিছুদিন এখানে ছিলেন বটে, তবে এখন অন্য কোথাও সরে গেছেন। অনেক খোঁজ করলেন, কিন্তু উত্তর : 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।'

সাড়ে দশটা পর্যন্ত গো-খোঁজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ডোনাল্ড হল। ভাবলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষণ পরিচয়ের রেশ ধরে বিবিসিতে লুইস ম্যাকনিসকে ফোন করবেন কিনা। সাড়ে দশটায় পাব খুলবে, ওখানে এক পাইন্ট বিয়ার পেটে যাওয়ার পর মনে হলো ফোন করার চেয়ে অপেক্ষা করা অনেক ভালো। এই ভেবে টিউব স্টেশনের কাছে উনিশ শতকের এক জিন প্যালেসে ঢুকলেন ডোনাল্ড। হঠাৎ ওখানে যাঁকে দেখা গেল তিনি ডিলান ছাড়া

আর কেউ নন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে 'ওয়েলসবাসীর তুলনায় মধ্যমাকৃতির' ডিলান। নাম ধরে ডাকতেই অবাক কাণ্ড, ডিলান তাঁকে চিনে ফেললেন : তুমি তো 'এডভোকেট'-এর লোক। নিশ্চয়ই খুব ঘৃণা করছ আমাকে!

সারাদিন লন্ডনের পাবে পাবে কাটালেন তাঁরা। মদের প্রথম ঢোকের পাপবোধ কাটিয়ে ডিলান ধাতস্থ হলেন। ডিলান সুরাপানের শুরুতে ভিজে বেড়াল, তারপর শুরু হয় হই-হল্লা আর উল্লাস।

আগের রাতে ডিলান ও তার স্ত্রী কেটলিন স্ট্রিন্ডবার্গের সুইডিস ফিল্ম 'মিস জুলি' দেখেছিলেন। এই ছবিতে এক তরুণী-মহিলা জোর করে তার যৌন ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে তার পরিচারকের ওপর। ওরা দু'জন ছবিটি দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। সারা রাত ঘুমাতে পারেননি। পরদিন সকালে ডিলান ভাবলেন দু'এক পেগ খেয়ে বাড়ি ফিরে কাজে বসবেন। বাড়ি যাওয়া আর হলো না। জন ডেভেনপোর্ট এসে জুটলেন। ওরা তিনজন পাব আর ক্লাবে ঘুরে বেড়ালেন। সেদিন ডিলানকে উসকে দেওয়ার প্রধান ভূমিকা ছিল ডোনাল্ড-এর।

সকালে ডিলানকে দেখা গেল নৈরাজ্যবাদীর ভূমিকায়। হারভাডে তিনি ডোনাল্ডকে বলেছিলেন, সবাইকে তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু আর্চিবল্ড ম্যাকলিশকে নয়, কারণ তিনি সরকারের লোক। (আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ তাঁর সঙ্গে ডিলানের একদিনের কথাবার্তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ তাঁকে বলেছিলেন: জীবনের প্রথম পঁয়ত্রিশ বছর কী করেছ তা আমাদের সবার জানা আছে। বাকি পঁয়ত্রিশ বছর কী করবে? ডিলান টমাস নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছিলেন 'কবিতা লিখব, রমণী রমণ করব এবং বন্ধুদেরকে ল্যাং মারব!) ডিলান ডোনাল্ডকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এফ. ও ম্যাথিসেন-এর বাড়িতে মেঝেতে কীভাবে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন। ডোনাল্ড বললেন, এর এক মাস পর ১৯৫০-এর এপ্রিল ফুলের দিনে ম্যাটি বস্টনের এক হোটেলের জানালা থেকে লাফ দিয়েছেন। শুনে ডিলান আক্ষেপ করে বললেন : 'আমি কি এতই দুর্ব্যবহার করেছিলাম?' ডিলান তাঁর অর্থনৈতিক সংকট, কর সমস্যা, অপ্রকাশিত লেখা নিয়ে আলোচনা করলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতা সমিতিতে কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন। দিনক্ষণও ঠিক করা হলো। মার্কিন কবিদের সম্বন্ধে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করলেন। অধিকাংশ কবিই তাঁর চোখে হাস্যকর।

পাবে ডিলানের অনেক বন্ধু এলেন, গেলেন। ডিলান তাঁদের কাছে ডোনাল্ড হলকে পরিচিত করিয়ে দিলেন 'মার্কিন বন্ধু, ডন' হিসেবে। ডনকে জোর করে পান করালেন। বললেন : 'তোমার বয়সে আমি...' (ডিলানের